

সোজা স্পোর্টস অস্ত্রায়

২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের আগে দোদার প্রতিশ্রুতি দেওয়া বিজেপি এখন রাজ্যের শাসন ক্ষমতায়। পাঁচ বছরের সরকারের চার বছর তো হতে চললো। বাস্তবে এই চার বছরে রাজ্যের বেকারদের প্রাপ্তি কতটুকু? রাজ্যের শিক্ষক কর্মীদের প্রাপ্তি কতটুকু? বা রাজ্যের ৩৭-৩৮ লক্ষ মানুষের অভাব-অভিযোগের কতটা সুরাহা হয়েছে বা এই চার বছর হতে চলা সময়ে রাজ্যের মানুষের প্রাপ্তি কতটুকু? আজ রাজ্যের মানুষ নিশ্চয় নিজেদের পাওনাগণ্ডা নিয়ে হিসাব কষতে বসবেন। তবে ঘটনা হচ্ছে, রাজের শাসক দলের ব্যর্থতার মধ্যে তথাকথিত বিরোধী দলগুলির অবস্থান কোথায়? অবস্থান বলতে মানুষের স্বার্থে, মানুষের অভাব-অভিযোগ নিয়ে সরব হতে? দুই-একটি মিছিল করলেই কি মানুষের সমস্যার বন্ধ রাস্তা খুলে যাবে? মানুষকে বিকল্প পথ কে দেখাবে? পাহাড়ের মানুষ যে ভালো আছে তা কি বলা যাবে? সমতলের মানুষের সমস্যা যে নেই তা কি বলা যাবে? পাহাড়ে নতুন রাজনৈতিক শক্তির হাতে ক্ষমতা এলেও সতিা সতিা কি পাহাড়ের মানুষের সমস্যা কমেছে? রাজ্যে নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের আগমন বা জন্ম হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত স্বার্থ ছাড়া কি আদৌ এই সমস্ত রাজনৈতিক দলের কোন এজেন্ডা আছে? সে পাহাড় বলুন বা সমতলে। রাজ্যের মানুষ যে ভালো থাকবেন তা নিয়ে এজেন্ডা কোথায়? শাসক দলের সত্যিকারের বিকল্প এখন পর্যন্ত কোথায়? পাহাড়ের নতুন শক্তি কি পেরেছে মানুষের সমস্যার সমাধান করতে? ঘটনা হচ্ছে, রাজ্যে এত বেশি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি আসলে মানুষের সমস্যা সমাধানে বড় অস্ত্রায় বলেও মনে করা হচ্ছে।

কম্পিউটারের

● ছয়ের পাতার পর মিনেস যদি জিতে যায়, আমরা জানি এই ম্যাচের চালগুলো ভালো ছিল। তখন যে বজ্রগুলো দিয়ে এই চালগুলো দেওয়া হয়েছিল, সেই বজ্রগুলোতে ওই চালের যে রং, সেই রঙের তিনটি করে নতুন খুঁটি দিয়ে দেব। এর পরেরবার তখন এই অবস্থার চাল আসবে মিনেসের সামনে, তখন এই চাল দেওয়ার সম্ভাবনা অন্য চাল দেওয়ার থেকে বেশি। কারণ বজ্রের মধ্যে ওই চালের রঙের খুঁটি বেশি আছে। কিন্তু যদি হারে? হেরেছে মানে ওই চালগুলো ভালো নয়। তখন আমরা ওই গেমের চালগুলোর প্রতিটি বজ্র থেকে একটা করে ওই রঙের খুঁটি বের করে ফেলব। তাহলে পরের গেমগুলোতে ওই চাল দেওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। আর ড্র করলেও ড্র করলেও আমরা একটা করে ওই রঙের খুঁটি বজ্রকে দেব। যেহেতু সে হারেনি, এ জন্য তাকে একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। মিনেস হেরে গেল। ধরে নিই গেমটা হেরেছে তৃতীয় চালে ভুল চাল দিয়েছে বলে। কিন্তু প্রথম দুই চালে সে ভালো চালই দিয়েছিল। এখন খেলা শেষে আমাদের রুল অনুযায়ী আমরা প্রথম দুই চালের যে রঙের খুঁটি, সেগুলো বের করে নেব। তাতে পরের কোনো গেমে মিনেস আর এই দুই চাল দিতে পারবে না। এই সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য আমরা প্রথম চালের ম্যাচ বজ্রে প্রতি রঙের খুঁটি দেব চারটা করে, দ্বিতীয় চালের ম্যাচ বজ্রগুলোতে দেব তিনটা করে, এমনকি তেরো তৃতীয় ও চতুর্থ চালের ম্যাচ বজ্রে খুঁটি দেব যথাক্রমে দুই ও একটা করে। তাহলে শুরুতেই খুঁটি শেষ হয়ে যাওয়ার সমস্যা আমাদের পড়তে হবে না। আমাদের পুরো সেট আপ রেডি। যেখন মিনেসকে খেলতে দেওয়া যাবে পাঠাবে। বোকাই যাচ্ছে, গুরুত্ব মিনেসের জেতার সম্ভাবনা খুবই কম। মিনেস গুরুর ম্যাচগুলোতে হারবে। কিন্তু আস্তে আস্তে অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করবে। কারণ ভুল চালগুলোর জন্য দায়ী রঙের খুঁটিগুলো কিন্তু প্রতি ম্যাচ শেষে কমতে থাকবে। তাই ভালো চালের খুঁটির সম্ভাবনাও বাড়তে থাকবে। একসময় দেখা যাবে মিনেস জিততে শুরু করবে। এবং যত জিতবে মিনেসের জেতার সম্ভাবনাও তত বাড়বে। অর্থাৎ মিনেস জিততে শিখবে।

এ পর্যন্ত মিনেসের অনেক বাস্তব পরীক্ষা করা হয়েছে। কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখে কম্পিউটার দিয়েও খেলা হয়েছে। প্রায় সব সময়ই মিনেসের জেতার প্যাটার্ন পাওয়া গেছে একই রকম। প্রথম দিকে মিনেস হারে, পর্যা্যক্রমে জিততে শুরু করে। একসময় গিয়ে মিনেসকে আর হারানোই যায় না, সবেচি ড্র করা যায়। ধরা যাক, মিনেসের খেলা প্রতি গেমে যদি জেতার জন্য ৩ পয়েন্ট, হারার জন্য -১ পয়েন্ট এবং ড্র করার জন্য ১ পয়েন্ট দেওয়া হয় এবং মিনেসের ম্যাচের সংখ্যা বনাম পয়েন্টের গ্রাফ আঁকা হয়, তাহলে তা সাধারণত হয় গ্রাফ-১-এর মতো।

মিনেসকে এখানে কিন্তু আমরা শেখাইনি যে কোন অবস্থায় কী চাল দিতে হবে। বরং আমরা শিখিয়েছি কীভাবে খেলা শিখতে হয়। অনেক কালে ম্যাচ খেলে মিনেস শিখে যাচ্ছে ভালো খেলার কলাকৌশল। এই শেখা কিন্তু অনেকটা মানুষের মতোই শেখা।

গোপন আঁতাত?

● ছয়ের পাতার পর গিয়েছে রাকেশ টিকায়তেকে। তাঁরই মধ্যস্থতায় সংকারে রাজি হয় মৃতদের পরিবার। প্রত্যেকটি বাড়ি গিয়ে পরিবারগুলিকে বুঝিয়েছেন রাকেশ। উত্তরপ্রদেশের শীর্ষ পুলিশকর্তা প্রশান্ত কুমারের সঙ্গে যৌথভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। গত দেড় বছর যিনি মাঠে দাঁড়িয়ে কৃষক আন্দোলনকে পরিত্যাগন করলেন, তাঁর এভাবে যোগী সরকারের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘিরে উঠছে প্রশ্ন। গত কালই তাঁর বাবা মহেন্দ্র টিকায়েতের জন্মদিনে যোগী চুইট করেন, “কৃষকদের হিতের জন্য আজীবন সংঘর্ষ চালিয়ে যাওয়া জনপ্রিয় চৌধুরী মহেন্দ্র সিংহ টিকায়েতজির জন্মদিনে তাঁকে বিনাম শ্রদ্ধা জানাই।” এখানেও না থেমে যোগী আরও বলেন, “অম্মালাতনের জন্যে সুখ এবং সমৃদ্ধি আনার জন্য আপনার প্রয়াস অনুকরগিয়ে্যা। কৃষকদের উত্থানের জন্য আপনার যাবতীয় স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে উত্তরপ্রদেশ সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।”

সব্যসাচী দত্ত

● ছয়ের পাতার পর এ তো তালিবান শাসন নয়।” বুধবার সব্যসাচী ওই মন্তব্য করার পর থেকেই জল্পনা তৈরি হয় যে, সব্যসাচীর তৃণমূলে ফেরাটা পাকা হয়ে গিয়েছে। রাজা রাজনীতির সর্কলেরই এটা জানা যে, মুকুল রায়ের হাত ধরেই বিজেপি-তে গিয়েছিলেন সব্যসাচী। তৃণমূলে থাকার সময়ে বিজেপি নেতা মুকুলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা সকলেই জানা। মুকুল তৃণমূলে ফিরে যাওয়ার পরে বিজেপি-র সব্যসাচীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বলেই জানা যায়। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিধাননাগরে পদ্মের টিকিটে ভোট লড়েও পরাজিত হন সব্যসাচী। এর পর দলের নীতি নিয়ে প্রকাশ্যেই নিন্দা করতে থাকেন। তাঁর বিরুদ্ধে দলবিরোধী মন্তব্যের অভিযোগও ওঠে। বার বার নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেয়। একই সঙ্গে বিজেপি নেতার দাবি করতে থাকেন, তলায় তলায় তৃণমূলে ফেরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সব্যসাচী। গত কয়েক দিন ধরে সব্যসাচী যে তৃণমূলে ফিরতে পারেন তা নিয়ে জল্পনা জোরালো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার দুপুরেই অবশ্য তা স্পষ্ট হয়ে যায়। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তিনিই সব্যসাচীকে দলে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বিধায়ক পদে শপথ দিতে এসেছিলেন মমতা। শপথের আগেই তিনি ঘনিষ্ঠমহলে বলেন, “আমি আজই ওকে নিয়ে নিতে বলেছি।” মমতার সেই যোগ্যতার খঁচাখানেকের মধ্যেই সব্যসাচী বিধানসভায় আসেন। বেলা ৩টে নাগাদ তৃণমূলে যোগ দেন।

গান্ধী পরিবার

● ছয়ের পাতার পর অটলবিহারী বাজপেয়ী মন্ত্রিসভার সদস্য মেনকা গত দুদশক ধরে বিজেপি-র জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য ছিলেন। নরেন্দ্র মোদির প্রথম মন্ত্রিসভাতেও স্থান পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুর কেন্দ্র থেকে জিতলেও তাঁকে আর মন্ত্রী করা হয়নি। বিজেপির-র একটি সূত্র জানাচ্ছে, গত কয়েক বছর ধরেই দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছিল মেনকার।

১৪ দিনের জেল হেফাজত

● ছয়ের পাতার পর নির্দেশ দিয়েছিল আলফা। চার দিন এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারীর সংস্থার রক্ষদ্বার কক্ষে কাটিয়েছেন আরিয়ান। চলেছে জিজ্ঞাসাবাদ। এনসিবি সূত্রে জানা গিয়েছে, জেতার সময় সহযোগিতা করেছেন শাহরুখ-পুত্র। কিন্তু আপাতত বহাল থাকবে তার বিনশদ। সন্ধ্যা ৬টার পর কোর্টভিড রিপোর্ট ছাড়া জেলে প্রবেশাধিকার নেই। তাই আরিয়ানকে আপাতত এনসিবি-র হেফাজতে রাখার অনুরোধ করা হয়েছে। তদন্তের আরও গভীরে যাওয়ার জন্য আরিয়ান এবং সঙ্গীদের হেফাজতের রাখা প্রয়োজনীয় বলে যুক্তি দেওয়া হয় এনসিবি-র তরফে। সম্প্রতি মার্কটবীর পাটিতে উপস্থিত অচি্ত কুমারকে আটক করেই এনসিবি। ৯ অক্টোবর পর্যন্ত তাদের হেফাজতে থাকবেন অচি্ত। শাহরুখ-পুত্রের আইনজীবী জানান, আরবাজ এবং অচি্তের কাছ থেকে খুব অল্প পরিমাণ মাদক উদ্ধার হয়েছে। মনশিভে জানিয়েছেন, তাদের সঙ্গে আরিয়ানের পরিচয় আছে। কিন্তু সেই পাটিতে আরিয়ান কারও থেকে মাদক সংগ্রহ করেননি। শাহরুখ-পুত্রের আইনজীবীর মতে, চার দিন আরিয়ানকে হেফাজতে রাখার পরেও আসল অপরাধীকে এখনও পর্যন্ত খুঁজে বার করতে পারেনি এনসিবি। আরিয়ান নাকি পাটির জাঁকজমক আরও বাড়িয়ে দিতেই সেখানে গিয়েছিলেন। গত শনিবার মুম্বাই থেকে গোয়ামুখী এক প্রমোদতরীর পাটি থেকে আটক করা হয় আরিয়ান-সহ আরও কয়েকজনকে দীর্ঘ ১৬ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর প্রফতার হন শাহরুখ-পুত্র। আরিয়ানের দুই সঙ্গী মুনমুন ধমোটা এবং আরবাজ শেঠ মার্চেন্টকেও প্রেক্ষতার করে এনসিবি। শাহরুখ-পুত্র জানিয়েছেন, অতীতে কখনও তিনি দেশা করেননি। অনুশোচনা প্রকাশ করে জানিয়েছেন, ভবিষ্যতেও এমন কোনও কাজ আর তিনি করবেন না। কিন্তু জেরা করেই থেমে যাননি এনসিবি-র আধিকারিকরা। তদন্তের গভীরে গিয়ে জানা গিয়েছে, বিগত চার বছর ধরে মাদক নিতেন আরিয়ান। কিন্তু স্বস্তি পেলেন না শাহরুখ পুত্র।

বিরাট জয় নাইটদের

● সাতের পাতার পর থেকেই দুরন্ত ব্যাটিং করতে থাকেন গিল এবং অহিহার। দ্রুত গতিতে রান তোলার মন দেন দুই নাইট ওপেনার। প্রথম উইকেটে ৭৯ রান যোগ করার পর আউট হন ডেন্ডেক্স। এরপর নীতীশ ৪৫ বলে ১২ রান করে আউট হলেও দুরন্ত অর্ধ-শতরান করেন শুভমন গিল। তবে ৪৪ বলে ৫৬ রান করে আউট হন তিনি। মারেন চারটি চার এবং ২টি ছয়। এরপর শেষদিকে রাহুল ত্রিপাঠি (২১), দীনেশ কার্তিক (১৪*) এবং ইতন মর্গ্যানের (১৩*) ব্যাটে ভর করে নির্ধারিত ২০ ওভারে চার উইকেটে ১৭১ রান নিয়ে কেকেআর।

খাটো চেহারার জন্য লোকে উপহাস করত, সেই ছেলের বিশ্বরেকর্ড

মুম্বাই, ৭ অক্টোবর।। উচ্চতা ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি। এই খাটো চেহারার জন্যই নানা রকম উপহাস, গল্পনা সহ্য করতে হত তাঁকে। কিন্তু সেই নিন্দকদেরই মুখের উপর সপাতো জবাব দিলেন মুম্বইয়ের প্রতীক মোহিত। কথায় নয়, জবাব দিয়েছেন তাঁর সেই খাটো চেহারা ভেবেছিলেন ক্রিকেটকেই তাঁর জীবনের লক্ষ্য করবেন। কিন্তু

মেয়েদের বসার দ্রুত ব্যবস্থা করার নির্দেশ কোর্টের

● ছয়ের পাতার পর আরও এক বছর বেশি সময় লেগে যাবে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মেয়েদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গাফিলতিও অভিযোগ তুলেছে শীর্ষ আদালত। সেই অভিযোগ অস্বীকার করে কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঈশ্বর ভাটি বলেন, “শুধুর দিকে একটা টিলেমি ভাব থাকলেও এই বিষয়টি নিয়ে কাজ চলছে। মেয়েরা যাতে সূত্য় ভাবে পরীক্ষায় বসতে পারেন, তার জন্য অনেক ব্যবস্থাপনা করতে হচ্ছে। আর সেটা করতে গিয়েই কিছুটা সময় লেগে যাচ্ছে।” পাল্টা শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, “সেনা কলেজে শৃঙ্খলার বিষয়টি সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাদের পক্ষে ছ’মাসের মধ্যে এই আয়োজন করে ফেলা খুব একটা কঠিন কাজ নয়।”

বার্ষিক প্রশ্নে পরীক্ষা কিন্তু পাঠ্যক্রম জড়িত নয়

● প্রথম পাতার পর ছাত্রদের মান যাচাই ইতিমধ্যেই স্কুলে স্কুলে করা হচ্ছে, হয়েছে কাচআপ কর্মসূচিতে, সেই একি জিনিস আবার বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন দিয়ে কী করা হবে, তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, একই জিনিস অল্প কিছুদিনের মধ্যে দুইবার কেনা করা হচ্ছে। কাচআপ শেষ করে, তার ফল যাচাই করে, বিশেষ কোনও ক্রস তো করার সময় হয়নি, তাতে না হয় আবার পরীক্ষা নিয়ে বোঝা যেত, কী উন্নতি হয়েছে। কাচআপ, বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নে বেসিক স্কিল যাচাই, ইত্যাদি করে করে দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকার ক্ষতি পূরিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়মিত ক্লাসের সুযোগ কমে যাচ্ছে। প্রশ্ন আরও থাকছে যে বেসিক স্কিলের পরীক্ষা, অথচ নিয়মিত পাঠ্যক্রম জড়িত নয়, তাহলে কি নিয়মিত পাঠ্যক্রম বেসিক স্কিল তৈরিতে অক্ষম বা সহায়ক নয়, যদি তাই হয়, তবে সেই বেসিক স্কিলের পাঠ্যক্রম কী। না-হওয়া বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন রয়েছে দিলে, এই বছরে বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া যেত, তাতে খরচও বাঁচত। অবশ্য খরচ করতেই হবে, এমন কোনও নির্দেশক থাকলে, বিষয় অন্য কিছু। এক নির্দেশের উদ্ভাবনবস্থা নিয়ে প্রতিবাদী কলম-এ খবর হতেই, আবার অনেক পরিস্থিতি মুখ বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে গিয়ে আরও জট পাকিয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন এক ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার। এনজিও নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে শিক্ষা দফতর নিজের পলিসি করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথটাই পঙ্গু করে দিয়েছে বলে তার মন্তব্য।

সরকারি নির্দেশের বিসর্জন

● প্রথম পাতার পর শাসক এবং দুর্গাপূজার আয়োজকদের জন্য নানা ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে সব নির্দেশগুলোকে প্রধানত করোনার তৃতীয় ডেউকে ঠেকানোর জন্যই জারি করা হয়েছে বলে সরকারিভাবে জানিয়েছিলেন অতিরিক্ত সচিব শ্রীভট্টাচার্য। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের গাইডলাইন এবং রাজ্যের কোভিড পরিষিতি বিচারে ত্রিপুরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি পূজো সংক্রান্ত যে গাইডলাইন জারি করেছে, তার প্রথম কয়েকটি লাইনে ‘ভিড এড়ানো’ সংক্রান্ত নানা বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। অথচ শহরের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সকাল থেকে রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত যে পরিমাণ ভিড এখন লক্ষ্যিত হচ্ছে, তাতে বর সাধিা করোনার তৃতীয় ডেউকে আটকাতে পারবে? সরকারিভাবে যেহেতু তৃতীয় ডেউ-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে গাইডলাইন জারি হয়েছে, তা হলে এই ভিড নিয়ন্ত্রণের দায় কে নেবে? পূজোর ১০ দিন আগে থেকে যেভাবে অনিয়ন্ত্রিত ভিড শহরের বুকে, তাতে আর যাই হোক, পূজোর চারদিন দলে দলে লোক বেরোলেও আপাত্তি কোথায়? রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্দেশ জারি করে প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছে, শহরে ১৪৪ ধারা জারি আছে। কোনও ধরনের রাজনৈতিক সভা, কর্মকাণ্ড, মিছিল ইত্যাদি করা যাবে না। অথচ, প্রতিদিন শহরের বুকেই প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল নানা ধরনের কর্মসূচি জারি রেখেছে। শাসক দল থেকে বিরোধী দল কেউই বাধা নেই। রাজ্যের রাজস্ব দফতরের অতিরিক্ত সচিব শ্রীভট্টাচার্য দুর্গাপূজা বিষয়ক গাইডলাইন জারি করে তার প্রতিলিপি পাঠিয়েছিলেন প্রশাসনের সমস্ত প্রধান সচিব, সচিব এবং বিশেষ সচিবদের কাছে। রাজা পুলিশের মহা নির্দেশক, ত্রিপুরা বিধানসভার সচিব থেকে শুরু করে প্রত্যেক জেলাশাসক এবং জেলার পুলিশ সুপারের কাছেও একই প্রতিলিপি পাঠিয়েছে। শত্রাধিক ক্লাবের সভাপতি এবং সম্পাদকদের কাছেও প্রতিলিপি গেছে। সরকারি ওই নির্দেশের প্রতিলিপি পৌঁছেছে রাজবন্দরের সচিব থেকে শুরু করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিবের কাছেও। বাবা প্যটেনি মুখার্জি এবং প্রত্যেক মন্ত্রীর পিএস’রাও। এর পরও প্রতিদিন শহরে হেভোবে ভিড, তাতে ব্যবসায়ীরা খুশি হলেও, সরকারি নির্দেশ রীতিমতো কল্যাণাতায় পরিণত হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কী ওই নির্দেশটি লোক-দেখানো? দুর্গাপূজা নিয়ে সরকারি নির্দেশের মধ্যে ৫টি পয়েন্টে বলা হয়েছে— করোনার জন্য চাঁদা বাধ্যতামূলক নয়। প্রত্যেকটি ক্লাব এবং প্রতিষ্ঠানের দুর্গাপূজা করার জন্য জেলা প্রশাসন থেকে অনুমতি নিতে হবে ইত্যাদি। এর পরের ২০টি পয়েন্ট পই-পই করে বলা হয়েছে দুর্গাপূজার ভিড নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি। প্রত্যেক প্যাঙ্গেলে একসঙ্গে পাঁচ থেকে দশ জনের বেশি দর্শনাধী প্রবেশ করতে পারবেন না। মগুপে প্রবেশ এবং নির্গমনের জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকতে হবে। সেকেন্দ্রনেক রাখতে হবে ভিড নিয়ন্ত্রণের জের। ইত্যাদি বহু নির্দেশপালী ক্লাবগুলোকে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, এই নির্দেশিকার কী মানো। যখন পূজোর আগে প্রতিটি পরতে পরতে অম্মা হলে নির্দেশিকার মূল বিষয়বস্তু? এভাবে নিয়ম উল্লঙ্ঘিত হলে আসলে ক্ষতি কার? প্রশ্ন উঠছে প্রশ্ন উঠছে।

‘প্রতিটি রাজ্যে এইমস’

● প্রথম পাতার পর উপস্থিত ছিলেন সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিগণ জিবি হাসপাতালের সিটিভিভিস ও ইন্টারডানসনশ্যাল রেডিওলোজি বিভাগ পরিদর্শন করে পরিষেবা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অল্পিজনের ভ্যাকুওগুলির উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে অল্পিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি করা সহ পরিষেবা প্রদানে উন্নতি সাধিত হয়েছে। টেস্টিং ল্যাব স্থাপন, টিকাকরণ সহ বড়মাত্রায় জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক দূরত্বের প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে একাধিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। পিএম কোয়ার্স তহবিলের অর্থানুকূল্যে অল্পিজন প্ল্যান্ট স্থাপন সহ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ সফলভাবে রপায়িত হচ্ছে। দেশের সমস্ত রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতিটি রাজ্যে অন্তত একটি করে এইমস স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা সরকারের রয়েছে। প্রতিটি জেলায় অল্পিজন প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে সংক্লিপ্ত এলাকার হাসপাতালগুলিকে পর্যাপ্ত অল্পিজন পরিচর্যা সাহায্যে গঠিত করছে সরকার। স্বাস্থ্য পরিষেবা আধুনিকীকরণের ফলে আরও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে হাসপাতালগুলি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণ সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার অপেক্ষা না করে নাগরিকদের কাছে সমস্ত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন পরিবারের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে আয়ুধান্ন ভারত প্রকল্প। এর সহায়তায় নাগরিকগণ সমগ্র দেশে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুফল পাবেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের সময়কালে সারা দেশে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই লক্ষ্যে অনেকাংশেই সাফল্য মিলেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় ও পরিকাঠামোর উন্নয়ন হয়েছে বেশ কয়েকগুণ। চিকিৎসক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য কর্মী ও অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সহায়তায় কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। কোভিড পরিষেবার পাশাপাশি বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় সহ স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা রপায়িত হচ্ছে। ডায়ালাইসিস সহ চিকিৎসার সুযোগ দ্রুত পৌঁছে দিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ চলছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, কঠিন সময়ে যিনি সঠিক দিশা দেখাতে পারেন তিনি প্রকৃত নেতৃত্ব হিসেবে পরিগণিত হন। কোভিড পরিস্থিতিতে সমগ্র দেশকে নিজের সূচকিত ও দুর্যপ্তিসম্পন্ন অভিজ্ঞতার নির্দশন হিসেবে সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পথ দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা ডা. শুভাশ্রিত দেববর্মা, মেডিক্যাল অ্যাড্‌কেশনের অধিকর্তা ডা. চিন্ময় বিশ্বাস সহ জিবি হাসপাতালের চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।

পঞ্চায়েতে সদস্যের ইস্তফা

● আটের পাতার পর - তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। কারণ, আমিরা হোসেন সবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন শারীরিক অসুস্থতায় কারণে তিনি পদত্যাগ করছেন। অন্য দলে যোগদানের বিষয়েও তিনি কিছু বলেননি। তবে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পঞ্চায়েত সদস্যদের পদত্যাগের ঘটনায় শাসক দলের অন্দরে আলোচনা-সমালোচনা চলছে। এদিকে, তৃণহুল সূত্রে খবর, বরনগরের দেশ কয়েকটি বিজেপি নেতা শীঘ্রই ঘাসফুলের দলে शामिल হবেন। তাদের মধ্যে আমির হোসেনও আছে কিনা তা এখনও স্পষ্ট না হলেও শাসক দলের জন্য এই ধরনের পদত্যাগ এবং দলবদলের ঘটনা যথেষ্ট চিন্তার বেল মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

উদ্ধার রাজ্যের তিন শিশু

● আটের পাতার পর - তিন বছরের শিশুটিকে উদ্ধার করে। তাকে রাখা হয় ওই রাজ্যের একটি হোমে। যোগাযোগ করে ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশনের সঙ্গে। যথারীতি শিশুটির বাবাকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আগরতলা বিমানবন্দরে নেওয়া হয়। সেখানেই আরও দুই শিশুর সঙ্গে তিন বছরের শিশুটিকেও পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ জনের প্রতিনিধি নিয়ে আসেন। তার সঙ্গে ফিরিয়ে আনা বাকি দুই শিশুর বাড়ি ধলাই এবং বিলোনিয়ায়। ধলাই এলাকার শিশুটি ভিক্ষে করতে রেলস্টেশনে। রেলো চড়েই হাওড়া চলে গিয়েছিল। উক্টো দিকে বিলোনিয়ার মতাই এলাকার এক শিশু বাড়ির বকুনি খেয়ে রেলো চড়ে গিয়েছিল। রেলো চেপে পৌঁছে গিয়েছিল হাওড়া স্টেশনে। সেখানেই তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই শিশুটিকেও ফিরিয়ে আনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে হারিয়ে যাওয়া রাজ্যের তিন শিশুকে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়ায় শিশু সুরক্ষা কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাদের পরিজনরা।

পুলিশ রিমাডে রঘুনাথ

● আটের পাতার পর - নাগাদ রঘুনাথ লোখ-সহ অন্যরা মিলে সিপিএম-র সদর কার্যালয়ে ভাঙুর চালিয়েছে। পাঠি অফিসের গাড়িও রেখেছে সব মিলিয়ে ৪০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট করেছে। এদিন আশা শৌকজের জবাবও দিয়েছেন তদন্তকারী অফিসার তপন চন্দ্র দাস। তার বক্তব্য, থানার মধ্যে অনেক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যে কারণে রিমান্ডের আবেদন করতে ভুলে গিয়েছিলেন। ভুলের জন্য তিনি ক্ষমাও চান। আদালত তদন্তকারী অফিসারকে ক্ষমা করে দিয়েছে। তবে কৌঁস ডায়েরিতে রিমান্ডে রঘুনাথের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন বিচারক হাজরা। এজন্য এই মামলায় তাকে একদিনের জন্য পুলিশ আটকে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এই মামলার অপর্যাপ্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচালনা করবে বলেছেন বিচারক। প্রসঙ্গত, জমিন অযোগ্য ধারায় গ্রন্থতার রঘুনাথের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্তে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু প্রমাণ আদালতে জমা করেছে পুলিশ। যে কারণে দুর্গেৎসবের সময় জেল এবং পুলিশ হাজরেই কাটাতে হতে পারে বিজেপি যুব মোর্চার এই নেতাকে।

হত। কিন্তু হাল ছাড়েননি। ক্রমাগত অনুশীলন করে গিয়েছেন। ধীরে ধীরে তাঁর চেহারার পরিবর্তন হতে শুরু করে। সিদ্ধান্ত নেন দেহসৌষ্ঠবে গুরুত্ব দেবেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ। সেই থেকেই তাঁর জীবনের মোড় ঘোরা শুরু। স্থানীয় বেশ কয়েকটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সেই যেতাব এনে দিয়েছে। বিশ্বের ভাল ফল করেন। তিন বছরে ৪০টি প্রতিযোগিতায় অংশ নেন এবং সকলের থেকে ভাল পারফর্মও করেন। এভাবেই ধীরে ধীরে নিজের

উচিতি টিসিএ-র

● সাতের পাতার পর আগরতলাভিত্তিক অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু করা উচিত। যেহেতু অনূর্ধ্ব ১৩ এবং অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটে দলবদলের কোন ইস্যু নেই এবং গোটা রাজ্যে কয়েকশো খুদে ক্রিকেটার রয়েছে যারা মাঠে নামার জন্য তৈরি। এরা মাঠ খেলতে চায়। রাজ্যের ১৮টি মহকুমায় অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটারদের মাঠে নামানো গেলে নিশ্চিতভাবে টিসিএ-র অনূর্ধ্ব ১৬ দলে হাজতে আরও অনেক নতুন মুখ পাওয়া যেতে পারে। তবে তা টিসিএ-র চিন্তায় থাকলে তবেই সম্ভব। ক্রিকেট মহলের দাবি, যেহেতু আপাতত অনূর্ধ্ব ১৬ জাতীয় ক্রিকেট হয়েছে না তাই টিসিএ-র উচিত আগরতলা সহ গোটা রাজ্যে অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু করা। অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু হলে হয়তো অনেক নতুন ছেলে উঠে আসবে যারা এই বছর না হলেও আগামী বছর হয়তো ত্রিপুরা দলে আসতে পারে। বিসিপিআই যেহেতু এখন বয়স নিয়ে কড়াড়িক করছে তখন টিসিএ-রও উচিত প্রকৃত বয়স নিয়ে বা দেখে ক্রিকেটার দলে নেওয়া। এক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ১৬-র জন্য অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটে বেশি করে জোর দিতে হবে।

ফাইনালে ফুলবাড়ি

● সাতের পাতার পর কাজে লাগিয়ে মাঠে সমতা নিয়ে আসে। নির্ধারিত সময়ে খেলার ফয়সালা না হওয়ায় টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়। সেখানেও নিষ্পত্তি হয়নি। শেষ পর্যন্ত সাডেন ডেথের জন্ম পেয়ে ফাইনালে উঠলো ফুলবাড়ি। আগামীকাল দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মধ্য ফুলবাড়ি একাদশ বনাম অসমের কাঁঠালতলি তুফান একাদশ পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

খেলাধুলার বিকাশে অগ্রাধিকার

● সাতের পাতার পর ছেলেমেয়ে কানে শোনো না, কথা বলতে পারে না ভারত সরকার তাদের জন্য দেশের ২৪২টি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা রেখেছেন। প্রত্যেককে ৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহায়তা করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা স্টেট টাগ বদ ওয়ার আসোসিয়েশনের সধারণ সম্পাদক রণজিৎ দে। সভাপতিত্ব করেন এই সংস্থার উপদেষ্টা সত্যজিৎ নাহা।

প্রতিবাদীর খবরের জেরে শিশু উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর সুমিত্রা পাল আগে টাকার প্রলোভনে পড়ে শিশুটি বিক্রি করলেও এখন তিনি শিশুটিকে ফেরত পেতে চান। তবে শিশু বিক্রি করে হাতে পাওয়া ত্রিশ হাজার টাকা তারা খরচ করে ফেলেছেন। এখন চাইলেই সেই টাকা তারা দিতে পারবেন না। তবে আস্তে আস্তে এই টাকাও পরিশোধ করে দেবে বলে সুমিত্রাদেবী জানিয়েছেন।

আজ আসছেন সোনকর

● প্রথম পাতার পর আগে প্রভাবী হয়ে প্রথমবারের মত এসেই তাপের মুখে পড়ছিলেন। দাবি করেছিলেন ত্রিপুরায় বিজেপিতে কোনও সমস্যা নেই। একবছর না কাটতেই সুরমার বিজেপি বিধায়ক মাথা মুড়িয়ে, যজ্ঞ করে বিজেপি করার প্রায়শ্চিত্ত করে দল ছাড়ার ঘোষা পাঠিয়েছেন। গুজবের সোনকর রাজ্যে এসেই বিধায়কের সাথে একান্ত বৈঠক করবেন। গভীর রাতের খবরে জানা গেছে, ভলব পড়তে পারে ধলাইয়ের এক বিধায়কেরও।

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ

● প্রথম পাতার পর নেতুহুই সাক্ষমে অবাম পুরভোট গঠন হয়েছিল। চোয়ারমান হয়েছিলেন শান্তিপ্রিয় ভৌমিক। নানান ছলে-বলে কৌশলে এবার শান্তিপ্রিয়কে আটকাতে সর্বাত্মক চেষ্টা জারি রেখেছেন বিধায়ক শংকর রায়। তিনি আবার বিজেপির দক্ষিণ জেলা সভাপতিও। শান্তিপ্রিয় ভৌমিককে আটকাতে বাম আমলের চোয়ারপার্স রুমা দাস বসাকের পক্ষে পূর্ণ প্রশস্ত করছেন কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, শংকরপুর ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন, এখানে যদি কোলো খেলা না হয় তাহলে শান্তিপ্রিয় ভৌমিক তাদের ঘরের মতো শাসক দলের ঘর ভেঙে দেবেন। আর সাক্ষমের পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে রয়েছে বিধায়ক শংকর রায় নিজেরও বুঝতে পারছেন ভৌি হলে এখানে বিজেপিকে জিতিয়ে আনা কঠিন ব্যাপার। তা আরও গ্রিপক্ষে যদি শান্তিপ্রিয় ভৌমিকের মতো জনদারিদি নেতা থাকেন তাহলে তো আর কথাই নেই। মূলত শান্তিপ্রিয় ভৌমিককে আটকাতে গিয়ে চোয়ারপার্স পদটি মহিলা সংরক্ষিত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সাক্ষম নগর পঞ্চয়েত এলাকায় বিজেপি এমন কোনও জাঁকলে মহিলাকে পায়নি যাকে চোয়ারপার্স পদে বসানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্যই অগ্রগণ্য সিপিএম প্রার্থী রুমাদেবী। বিজেপি নেতারা হয়তো চাইছেন, তাদের দলে নেত্রী না থাকলেও সিপিএম থেকে হলেও চোয়ারপার্স হতে পারবেন। কিন্তু তার পরেও শান্তিপ্রিয় ভৌমিককে তারা আটকানোর চান। এলাকার মানুষেরা বামপন্থি করছেন, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করছে বিজেপি।

অন্ধকারের আশঙ্কা

● প্রথম পাতার পর সময়ই ছিল না পরিষেবা। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তা হচ্ছে। গত একমাসে অসংখ্যবার হয়েছে। অথচ “বার্ষিক সারাই” নাকি হয়েছে কিছুদিন আগেই। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি কাছের একটি ট্রান্সফর্মারে কিছুদিন আগে আগুন লেগেছিল রাতে, ফায়ার সার্ভিসও ছুটে আসে। বৃহস্পতিবারেও আইজিএম ফিডারে কোথাও কোথাও শাউডাউন দেখা হয়েছে সকালে আচমকা সারাইয়ের জন্য। বিজেপি সরকার এসে আচমকা যাক্সি গোলযোগে পরিষেবা খারাপ হলে, তা চালুর জন্য সময় আগের থেকে কয়েক টিক করে, অথচ সমতা অনেক বেশি লাগছে, এবং ঘন ঘন অসুবিধা তৈরি হচ্ছে। রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে এইসব গল্পগুলো। পুরানো পরিষেবা রেশেই, পুরানো ওয়েবসাইট বদলে নতুন সাইট উদ্বোধনের মত কর্মসূচি প্যাকেজ নিগম ডিউটে পরিষেবা তালানিতে। ডের স্টেপ বিল কালেকশন স্কেফ ঘোষণাতেই আটকে আছে। হাসপাতালে মোবাইল টচ দিয়ে চিকিৎসা হচ্ছে। একসময়ের “লোডশেডিং মুক্ত” ত্রিপুরা এখন খাবি খাচ্ছে বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে, বন্ধ একাধিক উৎপাদন ইউনিট। দুর্গাপূজায় বিশেষত্ব শহরতলি ও গ্রামে পরিষেবা কতটুকু থাকবে, তা অনিশ্চিত। সাথে কর্মী স্বল্পতা সমস্যা বাড়ছে।

পরবর্তী শুনানি ১৫ নভেম্বর

● আটের পাতার পর - আন্দোলন থেকে দেখার দরকার। ইতিমধ্যেই উচ্চ আদালত ১৪৪ ধারা নিয়ে সিঙ্গেল বেঞ্ছের রায় নিয়ে পর্যবেক্ষণ বাতিল করে দিয়েছে। উচ্চ আদালত জনস্বার্থ সম্পর্কিত দুটি মামলায় শুনানির জন্য গ্রহণ করেছে। আগামী ১৫ নভেম্বর মামলার শুনানি। এদিকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল ৪ নভেম্বর পর্যন্ত। উচ্চ আদালত মামলা দুটি শুনানির জন্য গ্রহণ করলেও পশ্চিম জেলার জেলাশাসকের জারি করা ১৪